কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 19 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

৫০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুরু হচ্ছে পেয়ার ইন্সপেকশন

আজিজুল পারভেজ ▷

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সার্বক্ষণিক নজরদারির আওতায় আনার লক্ষ্যে শুরু হচ্ছে 'পেয়ার ইন্সপেকশন' কার্যক্রম। মাঠপর্যায়ের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য পাইলট প্রকল্প হিসেবে দেশের পাঁচ শতাধিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এই কার্যক্রমের আওতায় আনা হচ্ছে। মূল প্রকল্প শুরু হলে প্রায় ৩০ হাজার সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সার্বক্ষণিক নজরদারির আওতায় আসবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) উদ্যোগে শুরু হচ্ছে এই কার্যক্রম। 'পেয়ার ইন্সপেকশন' কার্যক্রমের আওতায় এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানকে সমজাতীয় আরেক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন শেষে রিপোর্ট করার দায়িত্ব দেওয়া হবে।

ডিআইএ পরিচালক অধ্যাপক মফিজউদ্দিন আহমদ ভূঁইয়া জানান, দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে তার মধ্যে এক হাজার ৭০০ থেকে দুই হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একবার পরিদর্শনের পর দ্বিতীয়বার পরিদর্শনে সময় লেগে যায় ১০ থেকে ১৫ বছর। এই অবস্থা নিরসনের জন্য ডিআইএ 'পেয়ার ইন্সপেকশন' কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে এই কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশেষ সফটওয়্যার ও ওয়েবসাইট তৈরি হচ্ছে। ১০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ প্রকল্পের জন্য অর্থ চাওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ডিজিটাল কার্যক্রম ও প্রতিবছর পরিদর্শনের আওতায় আসবে।

জানা গেছে, আগামী ৪ অক্টোবর ডিআইএর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনে পেয়ার ইন্সপেকশন কার্যক্রমের পাইলট প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। এরপর ৬ থেকে ১০ অক্টোবরের মধ্যে দেশের ৫০৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পেয়ার ইন্সপেকশন সম্পন্ন হবে। এ জন্য দেশের প্রতিটি উপজেলা থেকে একটি করে প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত করা হয়েছে। এর মধ্যে কলেজ ১৮৪, হাই স্কুল ১৭৩ ও মাদ্রাসা ১৪৮টি।